ডাঙ্গর কোচবিহার বাসীর কয়টা কথা

From Mr. Nabyendu & Bishnu Da 30/03/04

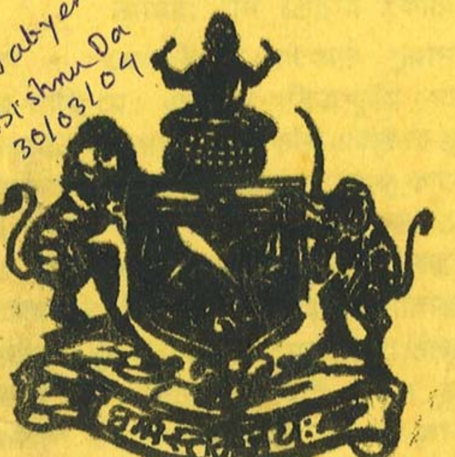

দি গ্রেটার কোচবিহার পিপল্স্ অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদক ঃ- বংশী বদন বর্মন।

"দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" -এর তরফ থাকি কোচবিহারবাসীরটে বিশেষ আবেদন ঃ-

শ্রদ্ধেয় ডাঙর কোচবিহারবাসী,

আমরা "দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" কোচবিহার রাজ্যের পুরাণকালী ইতিহাস ঘুংটিয়া জানির পাছি যে, এইখান পবিত্র ভুমি কোচবিহার রাজ্যৎ রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থাকি শুরু করি এল্কার যুগ পযন্ত মধ্যের সময়খানৎ কোচবিহার রাজ্যখান অ্যাক্-অ্যাক্ কালে অ্যাক্-অ্যাক্ নামে ভারতবর্ষ থাকি পৃথিবীর ইতিহাসৎ স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখি আসির ধছেহ্ । মহারাজা ভগদত্ত, মহারাজা ভস্কর বর্মা, মহারাজা কান্তেশ্বর, মহারাজা বিশ্বসিংহ, মহারাজা নরনারায়ণ, বিশ্বমহাবীর চিলা রায়, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ সগায় জ্ঞানী গুণী মহারাজার এই পবিত্র ভূমিখানৎ এমন নামকরা কিত্তিকলাপ ও সভ্যতার ইতিহাস গরেঞা থুইয়া গেইছেন যেগিলা এলকার সভ্যতাকো হারে দিবার পাইবে । কিন্তুক কু-চক্রের রহস্য জালৎ ঢাকা থাকার কারনে নামকরা সেইগুলা ইতিহাসের কথা আমরা কিছুই জানির পাই নাই । যার জন্যে আইজকা আমর সগারেটে ঘিন্নাগা হছি ।

সগারে চহিতে প্রশংসা পাওয়া এই কোচবিহার রাজ্যখানৎ এককালে শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব, কবি হেম সরস্বতী, সিদ্ধান্ত বাগীশ, পঞ্চানন বর্মা, ঐতিহাসিক খাঁ আমানত উল্লাহ্ আহমেদ প্রমুখ নামজাদা সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক ও মনীষী মান্সীগুলা অমারগুলার নানান ঢকের রচনার ভিতিরাৎ গরেঞা থুইছে মহামূল্যবান সাহিত্য রসের ভান্ডো । দুনিয়া সাহিত্যের ইতিহাস ক্ষুদিঘোংটা কৈল্লে দেখির পামো আমার এইঠাকার সাহিত্য রসের ভান্ডকোনর সূত্র ধরি গোটায় দুনিয়ার সাহিত্যের দরবার গরেঞা উঠছে । অথচ আমারগুলার এই সগারে চহিতে প্রশংসনীয় মুখ্য সাহিত্য ভান্ড আজি কু-চক্রের দাপটে

কুত্তিকোনা যে হারে গেইছে। সমাজ সংস্কারক রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নাখান মহান মান্সীটা এই কোচবিহার রাজ্যখানৎ জন্ম নিছেন, যাঁয় স্যেলায় রাজবংশীগুলার হারেঞা যাওয়া জাতিসত্বাটাক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কৈচ্ছেন। ভাওয়াইয়া সম্রাট অববাস উদ্দিন এই মাটিখানেরই মান্সী, যাঁয় অ্যাক্ দিন বিশ্বের দরবার থাকি আমারগুলার প্রাণের প্রিয় ভাওয়াইয়া গান "ফাঁন্দে পড়ি বগা কন্দেরে..." গান্খান্ টানিয়া য্যামন সব চইতে ডাঙর পুরষ্কারখান্ কারিয়া আইনচ্ছেন্ তেমন ফির ওদিকোনায় বিশ্বের দরবারও প্রতিষ্ঠা করি গেইছেন আমারগুলার মহান কৃষ্টি ভাওয়াইয়া গানোক। এই ঢক্ করি সুরেন বসুনিয়া, টগর অধিকারী, ডাঙর নাচিনী সুন্দরী কমলা তামান নামকরা শিল্পীরঘর সগায় অ্যাক্ অ্যাক্টা করি ডাঙর কৃতিত্ব থুইয়া গেইছেন। এগিলা বাদেও আমারগুর কৃষ্টি কুশান নাচন, বিষহরি গান অ্যালাও বিশ্বের ম্যালা কৃষ্টিক টাঁকি থুবার পইবে। অথচ আইজকা আমরা ফন্দি করি কড়েড দেওয়া অন্য ঢকের কৃষ্টির ঠ্যালাতে আমারগুলার ডাঙর কৃষ্টি ও ডাঙর শিল্পীর ঘরোক্ ভুলি যাবার ধৈচ্ছি। এই ঐতিহ্য মাখা কোচবিহার রাজ্যখানের ডাঙর বৈশিষ্ট হইল্ এইঠাকার মহারাজা আর প্রজার মাজৎ মধূর সম্মন্ধ। এই রাজ্যখানের মহারাজারঘর য্যামন আছিলেন প্রজাবৎসল ত্যামনে আছিলেন সৌর্যে-বীর্যে দাপটে, দান-ধ্যানৎ সগারে চাইতে ডাঙর। স্নেহ আদরতে মহারাজাঘরের গোটায় পরাণকোনা অছিল টিশ্‌টিশা। এই ঠাকার মহারাজারঘর প্রজার ঘরক নিজের ছওয়ার নাকান ভাল্ বাসিছেন। উদি ফির এইঠাকার প্রজাঘরও আছিল খুব সাদাসিদা, নিঝঞ্জালী, ন্যায্যবাদী ও হক কথা কওয়া। উমরাগুলা মহারাজারঘরক ভগবানের নাকান স্তুতি-ভক্তি কৈচ্ছেন। ঐ জন্যে অ্যালাও কোনো কোনো আশি মর্ণই বুড়া-বুড়ীক্ মহারাজারঘরের কথা পুঁছিলে চোখের জল টলমলা হইয়া তেপুরানী কথা তুলিয়া স্তুতি-ভক্তি করে। এইঠাকার সউক মান্সীগুলার আছিল মনে করি ন্যাওয়া আচার ব্যবহার। সগারে আছিল দয়ালু অন্তকরন আর আছিল সগাকে আপন করি নিবার মনের টান। যেগিলা পৃথিবীর আর

কোন দ্যাশৎ দ্যাখা যাইবে না। সউক মান্সীগুলা যে আছিল বাপ ভক্ত, মাও ভক্ত এবং ভাইয়ে ভাইয়ে গালার কাটির নাকান মিল। এটেকোনা গরীব-ধনীর ইশ্যা-ঈশ্যি ও জাতি ধর্ম নিয়া ক্যাচলা বা ঝগরা ছিল না। এইঠাকার মহারাজারঘর সউক ধর্মের মানসিগুলাক সমান চোখে দ্যাখ্ছেন। সেই জন্যে তাহারা গড়ে দিছে হেন্দুর বাদে মন্দির আর মসরমানের বাদে জুম্মা। এই রাজ্যমানের মহারাজারঘর ছিলেন সম্প্রীতির ডাঙর প্রতীক। ইয়ার ডাঙর নজির মহারাজাঘরের প্রথানুযায়ী হেন্দুরঘরের রাসমেলার রাস গম্বুজটা অ্যালাও হরিনচওড়ার অ্যাকঘর মোছরমান বাপ-চৌদ্দ পুরুষ থাকি বানেঞা অসির ধরছে। এমন মধুর সম্প্রীতির কাহিনী গোটায় দুনিয়ার কোন দ্যাশতো নাই।

এই ঠাকার মহারাজারঘর যে প্রজাবৎসল আছিল তার বত্তা নজির অ্যালাঙ কোচবিহার বন্দরও সুন্দর করি মাথা চাড়ে খাড়া হয়ঞা আছে- "প্রজাবৎসল মহারাজা জীতেন্দ্র নারায়ণ চিকিৎসালয়"। মোটকথা চারও পাকে যেন কোচবিহার অছিল রাম রাজত্বের টঁক সুখ-শান্তির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু সেই শান্তির স্বর্গরাজ্য অহিজকা কুত্তি গেইল? কুত্তি গেইল সেই সগারে সতে ভাইয়ের নাকান মনের টান? অ্যালা কাঙ কারে বাড়ীত গেইলে যেমন করি কাঙওয় খোট খোটায় না। কাঙওয় করেনা সেই আগের টঁক আকা-বাকা আদর যতন। ক্যানে এমন হইল? কোন্টে গেইলে সেই কাঁসার ঝনঝনি, হাতিপায়া গ্লাস, গরসরি খোরা, চ্যাতলা থলি, কুত্তি গেইল সোনার অলঙ্কার। অহিজকা কোটেকোনা যেন হারে গেইছে সেই ঐতিহ্য মাখা মধুর সভ্যতা। আইজকা আমরা নিজের দ্যাশত পরার কাইঞ্চা বাড়িত থাকা হছি। অইজকা এ্যাক মুটি ভাতের আর এ্যাক চিল্টা চিড়া রুটির জন্যে কোচহিারের মান্সীগুলা যাবার ধরছে দিল্লী, রাজস্থান, হরিয়ানায়। কি অচানক ঘটনা। যে মান্সীগুলা এককালে কইছে -

"আই তোলের ধন পাইতোলে শুকায়
সোনার বাটুয়া দিয়া রাইতত ছাওয়ালে খেলায়।"

OKDISCD

আইজকা সেই ডাঙর কোচবিহারের মান্সীগুলা রাজনৈতিক কুটনিতীর চহিলত পরিয়া মনুষত্ববোধ, কর্তব্যের কান্ডজ্ঞান, সহ্যের ধহ্য হারে ফ্যালাইছে। সউক হারেয়া নীখায়া কাঙালের ঢক নীলা নট্টু হঞা বেরেবার ধরছে।

আমরা "দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" এই সর্বনাশা পতনের শিপা খুজির জায়া বুঝির পাইলং জ্ঞানী-গুনী মান্সীগুলার কথা। উমরাগুলা কয়া গেইছে সেইল্লা আজি আমারগুলার নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কথা ফমপাসরি যাঁয় সেই জাতি খানেক খানেক করি মিশি গেইতে গেইতে শ্যাষৎ দুনিয়া থাকি এক্কেবারে গোটায় মুছি যায়। আমারগুলার মনে হয় এইক্না সুত্রের কথা ভাবনা করি চক্রান্তকারিরঘর ষড়যন্ত্র করি আমারগুলার মহামূল্যবান গৌরবমাখা ইতিহাসক চাপা দিয়া থুইছে। যে কারনে এহ ঠাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আইজকা মুছিযাবার ঘাটা খেচ্ছে। কোচবিহারের মান্সীগুলা আইজকা পতনের শ্যাষ কাইনটাৎ খারা হয়াঁ মরির বাদে দিন গনির খেচেছ। এই পতনের হাত থাকি বাচিবার আশায় ঢাকি থোয়া ইতিহাস- কোনাক উদ্ধার করি দিবার বাদে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থাকি খট্‌গিরি শুরু করি দিছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস খানক নজর কৈল্লে দেখির পামো বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতের স্বধীনতা আইন (Indian Indipened Act) পাশ করেন এবং এই আইনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষটাক দুইখন্ড করি স্বাধীনতা দান কৈচ্ছে। আমরা সেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই মানিয়া নেওয়া Indian Indipened Act - 7(1) ধারা মতে কোচবিহার রাজ্যের সাতৎ বৃটিশ সরকারের ১৭৭৩ সন থাকি ১৯০২ সন পযন্ত যেগিলা চুক্তি হইছিল সেগিলার অবসান ঘটিল, আর কোচবিহার রাজ্যের যে যে এলাকাগুলা বৃটিশ সরকারেরটে আছিল সেগিলা

এলাকা কোচবিহার রাজ্যের মহারাজাক ঘোরৎ দ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা আইনের ৭(১) ধারা মতে ঘোরৎ পাওয়া এলাকাগুলা হইলেক জলপাইগুড়ি , দার্জিলিং, দিনাজপুর, গোয়ালপাড়া ও পশ্চিম আসাম। (পশ্চিম আসাম বৈলতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মানরাজার সাথে বৃটিশ সরকারের চুক্তিৎ যে সীমনা করি দেওয়া আছে সেই সীমনা পযন্ত।) এই ঘোরৎ পাওয়া অঞ্চলগুলার উপ্রা কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব এবং তার নিজের রাজ্যে একটে করার বাদে কোচবিহারের মহারাজ কাজ শুরু করি দ্যান।

ঠিক অ্যামন সময়কোনাৎ ভারতের সেইকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর সেই কালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো কোনাক শক্ত-পোক্ত ভাবে বানেবার যায়াঁ বুঝির পাইল যে, উত্তর পূর্ব ভারতের স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যটাক ভারতের সাথে অ্যাকুটে করার খুবে দরকার। যে কারনে আমরা কোচবিহার মহারাজারটে কোচবিহার রাজ্যটা ভারতের সাথে অ্যাকুটে করার বাদে খুব করি আকুতি মিনতি কৈত্তে থাকেন। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ভারত সরকারের সেই ঘ্যান ঘ্যানি আকুতি মিনতির টানে ১৯৪৮ সনের ২০শে আগষ্ট কতকগুলা বিশেষ শর্তের ভিতিরা কোচবিহার রাজ্যটাক ভারতের সাথে অ্যাকুটে করার বাদে মনস্থির করিল।

ইয়ার পাছৎ ভারত সরকার (কোচবিহারের মান্সগুলার রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর অন্যান্য তামান সমস্যা সমাধানের বাদে অঙ্গিকার করিল) দুই দ্যাশের মাঝৎ ১৯৪৯ সনের ২৮শে আগষ্ট অ্যাক গুরুত্ব পূর্ণ চুক্তির উপ্রা সই করা করি হয়। ঐ চুক্তি খানোৎ সেই কারনে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর আর ভারত সরকারের হয়াঁ সই করেন ভারতের গভর্নর ভি, পি, মেনন। এই চুক্তির পাছৎ কোচবিহারে মহারাজ

আইজকা সেই ডাঙর কোচবিহারের মান্সীগুলা রাজনৈতিক কুটনিতীর চাইলত পরিয়া মনুষত্ববোধ, কর্তব্যের কান্ডজ্ঞান, সহ্যের ধহ্য হারে ফ্যালাইছে। সউক হারেয়া নীখায়া কাঙালের ঢক নীলা নটু হঞা বেরেবার ধরছে।

আমরা "দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" এই সর্বনাশা পতনের শিপা খুজির জায়া বুঝির পাইলং জ্ঞানী-গুনী মান্সীগুলার কথা। উমরাগুলা কয়া গেইছে সেইলা আজি আমারগুলার নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কথা ফমপাসরি যাঁয় সেই জাতি খানেক খানেক করি মিশি গেইতে গেইতে শ্যাষৎ দুনিয়া থাকি একেবারে গোটায় মুছি যায়। আমারগুলার মনে হয় এইক্না সুত্রের কথা ভাবনা করি চক্রান্তকারিরঘর ষড়যন্ত্র করি আমারগুলার মহামূল্যবান গৌরবমাখা ইতিহাসক চাপা দিয়া থুইছে। যে কারনে এহ ঠাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আইজকা মুছিযাবার ঘাটা ধৈচ্ছে। কোচবিহারের মান্সীগুলা আইজকা পতনের শ্যাষ কাইনটাৎ খারা হয়াঁ মরির বাদে দিন গনির ধৈচেছ। এই পতনের হাত থাকি বাচিবার আশায় ঢাকি থোয়া ইতিহাস- কোনাক উদ্ধার করি দিবার বাদে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থাকি খটৃগিরি শুরু করি দিছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস খানক নজর কৈল্লে দেখির পামো বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতের স্বধীনতা আইন (Indian Indipened Act) পাশ করেন এবং এই আইনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষটাক দুইখন্ড করি স্বাধীনতা দান কৈচ্ছে। আমরা সেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই মানিয়া নেওয়া Indian Indipened Act - 7(1) ধারা মতে কোচবিহার রাজ্যের সাতৎ বৃটিশ সরকারের ১৭৭৩ সন থাকি ১৯০২ সন পযন্ত যেগিলা চুক্তি হইছিল সেগিলার অবসান ঘটিল, আর কোচবিহার রাজ্যের যে যে এলাকাগুলা বৃটিশ সরকারেরটে আছিল সেগিলা

এলাকা কোচবিহার রাজ্যের মহারাজাক ঘোরৎ দ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা আইনের ৭(১) ধারা মতে ঘোরৎ পাওয়া এলাকাগুলা হইলেক জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুর, গোয়ালপাড়া ও পশ্চিম আসাম। (পশ্চিম আসাম বৈলতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মানরাজার সাথে বৃটিশ সরকারের চুক্তিৎ যে সীম্না করি দেওয়া আছে সেই সীম্না পযন্ত।) এই ঘোরৎ পাওয়া অঞ্চলগুলার উপ্রা কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব এবং তার নিজের রাজ্যে একটে করার বাদে কোচবিহারের মহারাজ কাজ শুরু করি দ্যান।

ঠিক অ্যামন সময়কোনাৎ ভারতের সেইকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর সেই কালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো কোনাক শক্ত-পোক্ত ভাবে বানেবার যায়াঁ বুঝির পাইল যে, উত্তর পূর্ব ভারতের স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যটাক ভারতের সাথে অ্যাকুটে করার খুবে দরকার। যে কারনে আমরা কোচবিহার মহারাজারটে কোচবিহার রাজ্যটা ভারতের সাথে অ্যাক্টে করার বাদে খুব করি আকুতি মিনতি কৈত্তে থাকেন। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ভারত সরকারের সেই ঘ্যান ঘ্যানি আকুতি মিনতির টানে ১৯৪৮ সনের ২০শে আগষ্ট কতকগুলা বিশেষ শর্তের ভিতিরা কোচবিহার রাজ্যটাক ভারতের সাথে অ্যাক্টে করার বাদে মনস্থির করিল।

ইয়ার পাছৎ ভারত সরকার (কোচবিহারের মান্সগুলার রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর অন্যান্য তামান সমস্যা সমাধানের বাদে অঙ্গিকার করিল) দুই দ্যাশের মাঝৎ ১৯৪৯ সনের ২৮শে আগষ্ট অ্যাক গুরুত্ব পূর্ণ চুক্তির উপ্রা সই করা করি হয়। ঐ চুক্তি খানোৎ সেই কারনে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর আর ভারত সরকারের হয়াঁ সই করেন ভারতের গভর্নর ভি, পি, মেনন। এই চুক্তির পাছৎ কোচবিহারে মহারাজ

ভারত সরকারেরটে প্রশ্ন রাখিছেন এই কোচবিহারী মান্সীগুলার গোটালে স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন কোচবিহার রাজ্যটাক রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে ভারতবর্ষে কোন্ শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হৈবে । তার উত্তরৎ ভারত সরকারের হয়াঁ শ্রী ভি, পি, মেনন তার পত্র নং-১৫(১৯)-পি/৪৯ তাং ৩০শে আগষ্ট ১৯৪৯-এর মাঝৎ কোচবিহারের মহারাজাক জানাইছেন - "It is the intention of the Government of India to administrator for the present the territories of the Koch Bihar state as a centrally administrator area under a chief commissioner " এই চিঠিখানের ভিতিরা "For the present" - কথাটার ভিতিরা বুঝি দিবার চাহিছেন যে, "কোচবিহার রাজ্যটা বর্ত্মানে একটা মর্যাদা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত কৈল্লেও পাছোৎ একটা মর্যাদা সম্পন্ন ভারত ভুক্ত পূর্ণাঙ্গ অঙ্গ রাজ্য বানামো" । সেই মতে চুক্তির ভিত্তিতে কোচবিহার রাজ্য ভারতের গ্রহণ করা ও চুড়ান্ত লেখা সংবিধানের কেন্দ্রীয় শাসিত "গ" শ্রেণীর রাজ হিসাবে ঠাই পাইলেক । তবেসেনে ১৯৪৯ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভুপবাহাদুর কোচবিহার রাজ্যটাকে দেখাশুনার দায়ভার শান্তি পূর্ণ ভাবে ভারত সরকারের উপর ছারি দেন । কোচবিহার রাজ্যের এই ভারত ভূক্তি চুক্তির বিষয়গুলা ভারতীয় সংবিানের ৩৬২ ও ৩৬৯ নং ধারায় অ্যালাং লেখা আছে ।

এই "গ" শ্রেণীর কোচবিহার রাজ্যৎ প্রথম চিফকমিশনার হএৱা আইসেন ভি, আই, নানজাপ্পা । ভারতীয় সবিধনত স্বীকৃতী পাওয়া এই কোচবিহার রাজ্যটা ১৯৪৯ সনের ৩১শে ডিশেম্বর পর্যন্ত চিফকমিশনারক দিয়া শাষন কার্য পরিচালিত হইছিল । কিন্তু অজগবী ১৯৫০ সনের পইলা জানুয়ারি সেলকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় কোচবিহারত আসিয়া অভিভাষনৎ কইলেক - "স্বেচ্ছায় ও সচ্ছন্দ

চিত্তে কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে রাজ্যের শাষন ভার অর্পন করিয়াছেন । আজ এই শুভ দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল ।" এই টঁক করি একটা অভিভাষন দিয়া কোচবিহার রাজ্যটাক পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলা বানেয়া থোয় ।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের অভিভাষনত খানেক ষড়যন্ত্র করা চক্রান্তের কথা টের পাওয়া যায় । ক্যানেনা কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা কোনদিন নিজ ইচ্ছায় ভারতত অ্যাক্টে হয় নাই । মহারাজা যে, ভারত সরকারের আকুতি-মিনতীর কারনে ভারতত অ্যাকেটে হছে সে কথা কোনা স্যালকার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কোচবিহারের চিফকমিশনারক দেওয়া ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সনের চিঠিখানৎ গোট্ গোট্ করি কছে-

" To, accept transfer of territory from a ruler is no small responsibility which we feel on this occasion to give up sovereignty over territory is no mean sacrifice. I am grateful to him for the spirit of accommodation and understanding which he has displayed and the prompt manner which he accepted our advice......" (Pattel's correspondences Vol No.-7 Page No.-553)

কোচবিহার রাজ্যটাক্ পশ্চিমবঙ্গের সাথে অ্যাক্টে করির বাদে কেন্দ্র সরকার কোন হুকুম বা নির্দেশ দিবার পারেনা । ক্যানেনা ভারতের স্যালকার প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কলিকাতার একটা ডাঙর জনসভাৎ ঘোষণা করি কছে- "The question of merger of Koch Bihar would Be decided according to the wishes of the people" (Pattel's correspondences Vol No.-8 Page No.-413) তার মানে কোচবিহারের মান্সীগুলা অ্যাকেটে হওয়ার বাদে যা সিদ্ধান্ত ধার্য্য কৈরবে সেইটায় চুড়ান্ত হৈবে । স্যালকার পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজুও কোচবিহার রাজ্যটাক পশ্চিমবঙ্গৎ অ্যাকেটে করার বাদে কেন্দ্রীয় সরকারেরটে আবেদন করে । তার উত্তরৎ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কৈছে- "I am glad to know your views on question of Koch Bihar from all evidence, Independence as well as other wish it seems that merger with West Bengal is locally unpopular. It is difficult problem and we will have to think hard about it. Least we should provoke unpleasant local situation" (Pattel's correspondences Vol No.-8 Page No.-517) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সাথে অ্যাকেটে হবার ব্যাপারটা সাকুল্লে কোচবিহার বাসীর অমত । সে কারনে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করির পাবারনয় । আমরাগুলা সগায় জানি ভারতীয় সংবিধান সংশোধন না হৈলে সংবিধানের কোন অংশ বদল করা যাবার নয় । ভারতের সংবিধান পৈলা সংশোধন হয় ১৯৫১ সনের ১৮ই জুলাই । তা হৈলে ক্যামন করিয়া ডাঃ বিধন চন্দ্র রায় ১৯৫০ সনের পৈলা জানুয়ারী সংবিধান সংশোধন হওয়ার আগতে একটা সংবিধানৎ সাবস্ত হওয়া "গ" শ্রেণীর রাজ্য কোচবিহারক জেলা বানায় ?

১৯৭৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থাকি প্রকাশ করা দুর্গাদাস মজুমদারের লেখা West Bengal District Gazetteer "KOCH BIHAR" বই খানৎ আর একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের ছুচকা দেখির পাওয়া যায় । বইখানের পথ্যম পৃষ্ঠাখানৎ লেখা আছে- "By am order under section 290-A of the Government of India Act of 1935, Koch Bihar was transferred and merged with the Province of west Bengal and 1st January 1950." -অর্থাৎ ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ২৯০-এ ধারা মতে ১৯৫০ সনের পৈলা জানুয়ারী কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকটা জেলা হয়াঁ যায় । প্রশ্ন হৈল ১৯৩৫ সনের বৃটিশ ভারতবর্ষের ভারত শাসন

আইন ক্যামন করিয়া স্বাধীন ভারতের চুক্তি হওয়া অ্যাকটা "গ" শ্রেণী রাজ্যের উপরা চালু হয় ? কোচবিহারের ইতিহাস ঘুংটিয়া দেখির পাইলং কোচবিহার রাজ্য কশ্মিনকালেও বৃটিশ ভারতের আওতায় আছিল না । কোচবিহার রাজ্য আগাছে-গোরা তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিছে । তা বাদে ভারত সরকার "কোচবিহার ভারত ভূক্তি চুক্তি" খানৎ অঙ্গিকার কৈচ্ছে যে, কোচবিহার বাসীর মতামত না নিয়া এই রাজ্যৎ কোন গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করির পাবার নয়, অথচ ১৯৫০ সনের পৈলা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের স্যালকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কোচবিহারটাক পশ্চিমবঙ্গের সাথে অ্যাকটে করির বাদে কোচবিহারের মান্সীগুলার কোন মতামত ন্যান নাই । সেই কারনে এটা গোটার্যটা অবৈধ কাজ ছাড়া কিছুই নোমায় ।

কোচবিহারের ইতিহাস ভাল্ করি ঘুংটিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৪৯ সনের কোচবিহার রাজ্যৎ ২৫ আসনের অ্যাকটা Legislative Council গড়ার বাদে General Election হয় । তাতে দেখা যায় ২৫টা আসনের মধ্যে ২৪টা আসনৎ কোচবিহারীরঘর জিতি যায় । এই ২৪ জোন জেতা প্রার্থীরঘর কোচবিহার রাজ্যটাক পশ্চিমবঙ্গের সাথে অ্যাকেটে করার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ন্যান -"The General Election in Jun last clearly vindicated the verdict of the people- when 24 Members of the Cooch Behar Legislative Council also adopted a resolution opposing manger of Cooch Behar with west Bengal. (Taken from Assam Tribun, date 11-06-03) । তা হৈলে গোট গোট করি বোঝা যাবার ধৈচ্ছে যে, কোচবিহারের মান্সীগুলা কোনদিনও কোচবিহার রাজ্যটাক পশ্চিমবঙ্গের সাথে অ্যাকটে করির চায় নাহি । ১৯৫০ সনের পৈলা জানুয়ারী কোচবিহার রাজ্যটা যে জেলা হয় নাই তার সগারে চাইতে ডাঙর প্রমান হৈল ১৯৫৪ সনে কোচবিহার রেকর্ড্স রুম থাকি পাওয়া অ্যাকটা দলিলৎ হস্হস্ করি লেখা আছে-

"শ্রেণী তৃতীয় রাজ্য কোচবিহার"। সে কারনে আমাদের "অ্যাসোসিয়েশন" মনে করে "গ" শ্রেণীর রাজ্য কোচবিহার কোনকালেও পশ্চিবঙ্গের জেলা হয় নাই, এটা হবারো পায় না। এটা একটা ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য। স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যটা ভারত ভুক্তি চুক্তির ভিত্তিৎ ভারতবর্ষের সাথে অ্যাকটে হয়। ভারত সরকার সেই চুক্তি মতে কোচবিহারের মান্সীগুলার সৌগ সমস্যার মিটিবার বাদে অঙ্গিকারবদ্ধ আছেন। এই কথাটা ভি, আই, নানজাপ্পাক লেখা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের চিঠিখানৎ গোট গোট করি কৈছে -"I sent to it's people my best wishes and assurance on behalf of the Govt. of India that though for, their interest welfare will claim our close and intimate attention, I am fully aware of the many problems political and economical which effect the state......" অথচ আমরা দেখির ধৈচ্ছি কোচবিহারের "ভারত ভুক্তি চুক্তি" ৫৪ বছর কাটি গেইল অ্যালাও ভারত সরকারের দেওয়া কোচবিহারের মান্সীগুলার সউগ জ্বালা মিটি দিবার অঙ্গিকারগুলা খালি দ্যাওয়ায় সার হৈল, পালন আর কল্লেক না। বরং সেলায় কোচবিহারের মান্সীগুলার যে ডাঙর ধন সম্পত্তি, জাগা-মাটি আছিল সেক্না নাগে দেওয়া কৃত্রিম জ্বালা কুল্লে চাইট্টা হারেয়া কোচবিহারের মান্সীগুলা আইজকা ঘাটার ভিক্ষায়ালী সাজিছে। আমরা সউগ বিষয়গুলা ঘোংটা-ঘোংটি করি দেখির পাইলং কোচবিহারের মান্সীগুলার অ্যামন আদানুটির কারনকোনা হৈইল এটেকোনা অ্যামন একনা সূত্র কাজ করির ধৈচ্ছে যে সূত্রটা কওয়ার ধৈচ্ছে "কোচবিহারের মান্সী হয় তোমরা না খায়য়া শুকি-শুকি মরো নহিতে দ্যাশ ছাড়ি ভাগান"।

আমরা "দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" এই এগিলা অন্যায়ক শ্যাষ করিবার বাদে শান্তি-

মতোন ভাবে প্রতিবাদ করি আসির ধৈচ্ছি। বিতি যাওয়া দিন ২০০০ সনের ২৬শে ডিসেম্বর আমরা ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালক কোচবিহারের চীফ কমিশনারক (ডি, এম,) দিয়া আমারগুলার সমস্যার কথাগুলা জানেয়া দিছি। উয়ার পাছৎ ০৫-০৪-২০০১ ইং তারিখৎ ঐ সমস্যার কথাগুলা ভারতের রাষ্ট্রপতিক আরও জানাছি। তার উত্তরৎ রাষ্ট্রপতি ভবন থাকি পাঠে দেওয়া পত্র নং- P I / D-31910, Date- 16-04-2001-এর মারফৎ আমাকগুলাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রালয়ৎ যোগাযোগ করিবার কৈছে। সেই বাদে আমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থাকি ৬ জোনের অ্যাকটা প্রতিনিধি দল দিল্লিৎ যায়াঁ প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিকেরঘরের সতে কথা কওয়া-কওয়ী করেন আর আমারগুলার সউগ সমস্যা নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সতে অ্যাকটা সরকারী মতে বৈষা-বৈষী করারবাদে লেখিত আবেদন রাখেন। কিন্তুক অ্যালাও কেন্দ্রীয় সরকার আমার সেই আবেদন কোনোয় সারা-শব্দ দিলেক না। তারপাছে আমর ২৮-৮-২০০১ ইং তারিখে বহুগুলা কোচবিহারের মান্সীনিয়া কোচবিহারের চীফ কমিশনারের দপ্তরৎ ধর্না দেই ও অ্যাকটা স্মারক পত্র দেই।

যাইহোউক আমরা "দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন" -এর পক্ষ থাকি মনস্ত করি ফ্যালাছি এইবারে আরও বহুগুলা কোচবিহারের মান্সী দিল্লিৎ যায়াঁ আমারগুলার সমস্যার কথা আর অধিকারের কথাগুলা তুলি ধরমো। আমরা নয়া করি কিছুই চাই না। আমার গুলার খোলাখুলি কথা হৈল্ ১৯৪৯ সনের ২৮শে আগষ্টৎ যে ঐতিহাসিক চুক্তির মারফৎ কোচবিহার রাজ্যটা ভারতীয় সংবিধানৎ অ্যাকটা "গ" শ্রেণীর রাজ্য হয়াঁ অ্যাক্টে হৈছে, আমরাগুলা সেইখান চুক্তির গোটায় খানের কার্য্যকরি চাই ক্যানেনা ঐ চুক্তি খানতেই কোচবিহারের মান্সীগুলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা-কৃষ্টি, সংস্কৃতি

ও সম্প্রীতি রক্ষা ও বিকাশের কথা আর খাওয়া-পড়া, থাকা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারের কথা কওয়া আছে। সেই কারনে আমার গুলার মনে হয়- "কোচবিহারের ভারত ভুক্তি চুক্তি, কোচবিহার বাসীর মুক্তি।" তার জন্যে সাবুল্পে কোচবিহারের মানসীগুলারটে আটুষ করি কবার ধচ্ছি, অহিংসো আমরাগুলা সগায় মিলি দল, মত, জাত-ধর্ম মনোৎ না নিয়া কোচবিহারের ভারত ভুক্তি চুক্তি খানের সঠিক কার্যকরী করার বাদে নিয়ম ধরি।

দন্ডবদান্তে-
বংশীবাদন বর্মন
সাধারণ সম্পাদক
দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন

প্রামান্য নথী-পত্রগুলা নিচোৎ দেওয়া হৈল ঃ-

1) Sardar Patel's Corresponds Vol. 8 Page No. 517

Deradun 26 Jun 1949

My Dear Katju,

Thank you for your letter of 23rd Jun 1949. I am glad to know your views on question of Koch Bihar from all evidence, Independence as well as otherwish it seems that merger with West Bengal is locally unpopular. It is difficult problem and we will have to think hard about it. Least we should provoke unpleasant local situation.

Sardar Vallabhvai Patel

2) ১৯৪৯ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলিকাতায় এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করিলেন- "The question of merger of Koch Bihar would Be decided

according to the wishes of the people (Pattel's correspondences Vol No.-8 Page No.-413)
কোচবিহারের জনগণই সংযুক্তর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া পন্ডিত নেহেরু মত প্রকাশ করেন।

3) পশ্চিমবঙ্গ

সরকার

পশ্চিমবঙ্গে

কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী
মান্যবর ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ
(১লা জানুয়ারী, ১৯৫০)

কোচবিহারের নাগরিকবৃন্দ,

আজ বৎসরের প্রথম দিন। কয়েক দিন পরে ভারত নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করিতে চলিয়াছে।..।
আজ এই শুভ দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই উপলক্ষে ভারত গভর্মেন্টের সম্মতি অনুসারে আপনাদের নিকট কয়েকটি ঘোষণা করিতেছি ঃ-
১। কোচবিহার ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে পরিগনিত ও শাসিত হইবে। ইহার আয়ত বাঙ্গলার একটি জেলার মতনই। ইহার সদর দপ্তর কোচবিহারেই থাকিবে, ...।
২। ....প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কোচবিহারের দুই জন প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।

OKDISCD

His Lordship also stayed the operation of the order dated April, 25 , 1969 where by the protection granted by the agreement between Maharaja and the Governor-General of India and by the article 362 of the constitution was cancelled . all the notice issued regarding taking of position of the land ware also stayed .

Mr. Ray submitted that the notice were bat in low and ultravires the provision of the West Bengal Estate Acquisition Act, 1953 as the Maharaja could not be called "intermediary" within the meaning of the Act and the properties of then Maharaja could not be called on "Estate".

Mr. Ray further contended that a mere change of opinion of the Government was no ground for revision of an entry under section 44(2a) of the Act . The Secection was void on the ground of excessive delegation of power, he said it was also contended that the land was protected under article 362 and in any event Sec. 44(2a) did not confer jurisdiction on a court to decide any dispute arising from the Cooch Behar Merger agreement dated June 28, 1949 in view of article 369 of the constitution .

The West Bengal Government intended to take over about 15,000 bighas of land, including 400 bighas attached to the Palaces from the Maharaja allowing him to return about 135 bighas .

Collected by L. Burman on dated 28-11-1996.

কোচবিহার—রাজ্য হইতে জেলা

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটনের সুপারিশ অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেন্টে যে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয় তাহার ৮নং ধারা অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলি, ভারত অথবা পাকিস্তান কোন্ রাষ্ট্রে যোগদান করিবে তাহা নিজেরাই স্থির করিবেন। এই বিষয়ে রাজার মতই চূড়ান্ত, প্রজাগণের কিছু বলিবার অধিকার রহিল না।

এই বিষয় লইয়া কোচবিহারে বিভিন্ন দল পরস্পর বিরোধী চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিল। একদল চাহিল কোচবিহার ভারতের সহিত যুক্ত হোক, দ্বিতীয় দল বলিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হোক। অবশেষে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পর আবার পশ্চিমবঙ্গ অথবা আসামের সঙ্গে যুক্ত হইবে তাহা লইয়াও আন্দোলন চলিতে থাকে। এই সব মত বিরোধের জন্য কোচবিহারের বুকে নূতন এক সমস্যার উদ্ভব হইল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেশীয় রাজাদের নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়া কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা স্যার জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া কোচবিহার রাজ্যটিকে ১৯৪৯ সনে ২৮শে আগস্ট তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখার কথা ঘোষণা করেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেশীয় রাজ্যটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্পণ করেন ১৯৪৯ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে ভারত সরকারের মিনিস্ট্রী অব স্টেটের উপদেষ্টা ভি. পি. মেনন ও কোচবিহার মহারাজার মধ্যে। এই চুক্তিতে ৯টি ধারা সংযোজিত হয়। চুক্তি বিষয়ে মহারাজা কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন, ভারত সরকার প্রদত্ত তাহার উত্তরটি নিম্নরূপ—

D. O. NO. F. 15(19)-P/49

MINISTRY OF STATES
NEW DELHI
The 30th August, 1949.

MY DEAR MAHARAJA SAHIB,

In connection with the Agreement concluded between

the Governor-General of India and Your Highness for the integration of Cooch Behar State Your Highness raised certain points for clarification ; the Government of India have considered them and accept the following arrangements :—

(1) It is the intention of the Government of India to administer for the present the territories of the Cooch Behar State as a Centrally-administered area under a Chief Commissioner.

(2) All contracts and agreements entered into by Your Highness before the date on which the administration is made over to the Government of India will be honoured except in so far as any of these contracts or agreements is either repugnant to the provisions of any law made applicable to the State or inconsistent with the general policy of the Government.

(3) The allowances at present drawn by Her Highness the Rajmata will be continued for her life time and will be paid out of the revenues of the State. Your Highness' brother and other members of the Ruling Family will also be paid allowance from the revenues of the State as per list attached.

(4) The responsibility for the Cooch Behar State Forces will be taken over by the Government of India from 12th September, 1949. If these forces are disbanded or any of the men discharged they will receive the pension or gratuity or compensation to which they may be entitled under the rules of the State.

(5) Adequate guards will be provided for the protection of Your Highness' person and palace.

(6) No land or building being Your Highness' private property shall be requisition do ; acquired without your consent and without payment of full compensation.

(7) Electricity from the State Power House for the main residence of Your Highness and family within the State will be provided at the fixed rate in existence immediately before the transfer of administration to Government of India. Water supply will be provided free of charge to the main Palace of Your Highness and family within the State.

(8) The management of the temples and Debutter properties in the State may be entrusted to a Trust which shall consist of Your Highness as President, 3 nominees of Your Highness and 2 nominees of Government. This Trust will be in charge of all temples in the State and will also administer the properties of the temples both inside and outside the State. In the evnt of the abolition of the zamindaris which are Debutter property Government will ensure that the Trust has adequate resources to fulfil its object.

(9) Your Highness may create a Trust for the marriage of the son and daughter of Isharani of Cooch Behar with a corpus of Rs. 1 lakh. The Trustees will be besides Your Highness, Their Highnesses of Jaipur and Dewas Junior.

(10) The Civil List Reserve Fund of Rs. 10,60,900 shall be Your Highness' private property and shall be held by Your Highness in Trust for meeting expenditure in connection with Your Highness' marriage or special repairs to the Palace and any unforeseen expenditure.

(11) The administration of the Maharajkumar Trust Fund with a corpus of Rs. 4,86,900 shall be formally vested in a Trust of which Your Highness and Their Highnesses of Jaipur and Dewas Junior shall be trustees.

(12) Your Highness will be entitled to hold customary

OKDISCD

Durbars and troops present at the capital will take part in the Dasserah and other celebrations.

(13) Your Highness will retain your present rank in the Indian Army.

(14) Government will endeavour to associate the name 'Narayan' with the Cooch Behar State Forces even after their absorption in the Indian Army.

2. The Ministry of States has issued a Memorandum on the privileges and dignities which has been finalised in consultation with the Rajpramukhs of Unions and other States. Your Highness will see that the Memorandum deals adequately with the various suggestions made by the Rulers from time to time regarding their rights and privileges.

With kind regards.

Yours sincerely,
V. P. MENON.

Lieutenant-Colonel His Highness
Maharaja Sir Jagaddipendra Narayan
Bhup Bahadur, K. C. I. E,
Maharaja of Cooch Behar,
Cooch Behar, (Bengal).

তাহার পর ১৯৪৯ সনের ২৮শে আগস্ট এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির বিষয়ে ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে রাজার ভাতা বিষয়ে যেমন শর্ত রহিয়াছে, অনুরূপভাবে রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক অনুসারে বিভিন্ন হারে যে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহারও বিস্তারিত বিবরণ এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও স্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকাও আছে, তবে এইখানে কেবলমাত্র মূল চুক্তিপত্রটি তুলিয়া ধরা হইল—

AGREEMENT MADE THIS Twentyeighth day of August 1949 between the Governor General of India and His Highness the Maharaja of Cooch Behar.

WHEREAS in the best interests of the State of Cooch Behar as well as of the Dominion of India it is desirable to provide for the administration of the said State by or under the authority of the Dominion Government :

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS :—

ARTICLE I.

His Highness the Maharaja of Cooch Behar hereby cedes to the Dominion Government full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the governance of the State and agrees to transfer the administration of the State to the Dominion Government on the 12th day of September 1949 (hereinafter referred to as 'the said day').

As from the said day the Dominion Government will be competent to exercise the said powers, authority and jurisdiction in such manner and through such agency as it may think fit.

ARTICLE II.

High Highness the Maharaja shall continue to enjoy the same personal rights, privileges, dignities and titles which he would have enjoyed had this agreement not been made.

ARTICLE III.

His Highness the Maharaja shall with effect from the said day be entitled to receive for his life-time from the revenues of the State annually for his Privy Purse the sum of Rupees eight lacs fifty thousand free of all taxes. After him the Privy Purse will be fixed at Rupees seven lacs only. This

amount is intended to cover all the expenses of the Ruler and his family, including expenses on account of his personal staff, maintenance of his residences, marriages and other ceremonies etc. and will neither be increased nor reduced for any reason whatsoever.

The Government of India undertakes that the said sum of Rupees eight lacs fifty thousand shall be paid to His Highness the Maharaja in four equal instalments in advance at the beginning of each quarter from the State treasury or at such treasury as may be specified by the Government of India.

ARTICLE IV.

His Highness the Maharaja shall be entitled to the full ownership, use and enjoyment of all private properties (as distinct from State properties) belonging to him on the date of this agreement.

His Highness the Maharaja will furnish to the Dominion Government before the 15th September, 1949 an inventory of all the immovable property, securities and cash balances held by him as such private property.

If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of His Highness the Maharaja or State property, it shall be referred to a judicial officer qualified to be appointed as a High Court Judge, and the decision of that officer shall be final and binding on both parties.

ARTICLE V.

All the members of His Highness' family shall be entitled to all the personal privileges, dignities and titles enjoyed by them whether within or outside the territories of the State, immediately before the 15th day of August, 1947.

ARTICLE VI.

The Dominion Government guarantees the succession, according to law and custom, to the gaddi of the State and to His Highness the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles.

ARTICLE VII.

No enquiry shall be made by or under the authority of the Government of India, and no proceedings shall lie in any Court in Cooch Behar, against His Highness the Maharaja, whether in a personal capacity or otherwise, in respect of anything done or omitted to be done by him or under his authority during the period of his administration of that State.

ARTICLE VIII.

(1) The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of permanent members of the Public Services of Cooch Behar on conditions which will not be less advantageous than those on which they were serving before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India or the payment of reasonable compensation.

(2) The Government of India further guarantees the continuance of pensions and leave salaries sanctioned by His Highness the Maharaja to servents of the State who have retired or proceeded on leave preparatory to retirement, before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India.

ARTICLE IX.

Except with the previous sanction of the Government of India no proceedings, civil and criminal, shall be instituted

OKDISCD

Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.
7. 1. 54	19. 1. 54	25. 1. 54	1. 2. 54	9. 2. 54

[illegible]

Collected by

Bangshi Badan Barman 5/10/03
Genl. Secretary,
The Greater CoochBehar
People's Association CoochBehar

THE GREATER COOCHBEHAR ... ESTD ... H.O. COOCHB...

OLDISC

against any person in respect of any act done or purporting to be done in the execution of his duties as a servent of the State before the day on which the administration is made over to the Government of India.

In confirmation whereof Mr. Vapal Pangunni Menon, Adviser to the Government of India in the Ministry of States has appended his signature on behalf and with the authority of the Governor General of India and Lieutenant Colonel His Highness Maharaja Jagaddipendra Narayan Bhup Bahadur, Maharaja of Cooch Behar has appended his signature on behalf of himself, his heirs and successors.

JAGADDIPENDRA NARAYAN,
Maharaja of Cooch Behar.

V. P. MENON,
Adviser to the Government of India
Ministry of States.

ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সন এক তারবার্তায় কোচবিহার রাজ্যের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার ভি. আই. নানজাপ্পাকে এই অন্তর্ভুক্তির কথা জানাইয়াছেন। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সব সময় কোচবিহারের প্রজামণ্ডলীর সুখ ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোচবিহারের জনগণ যাহাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মর্যাদা সহকারে বাস করিতে পারে সে বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। সর্দার প্যাটেল বোম্বাই হইতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

(See page 3)

How Cooch Behar was merged with Bengal

By Ajit Patowary

GUWAHATI, June 10 — Cooch Behar was merged with West Bengal on January 1, 1950 after about four mouths of Machiavellian exercises. The erstwhile princely State was integrated with the Indian Union, under the Cooch Behar Merger Agreement, 1949.

This Agreement was signed between the Governor General of India and Maharaja Jagaddipendranarayana Bhup Bahadur of Cooch Behar. Subsequently, the princely State was made a Chief Commissioner's province with effect from September 12, 1949.

Since June, 1949, the issue of merger of Cooch Behar either with Assam or West Bengal became a subject of "heated controversy", said Sri PK Bhattacharyya in his paper – *Merger of Cooch Behar : A Case study of the Differences of the Perspectives of the Government of Assam and West Bengal*. The paper was presented at the National Seminar on "Sources of the History of North-East India", organised jointly by the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi and its North-East Regional Centre, Guwahati, with a three-day programme since March 12, 2002.

On June 20, 1949, the Premier of Assam on being requested, sent "an extract from the fortnightly letter dated June 18, 1949" to the Prime Minister of India, Sri Bhattacharyya said.

In his communication the Assam Premier said that he had consulted the State's Congress Committee and its Working Committee on the issue. The Congress party of the State had adopted a resolution to the effect that the people of the State would welcome a merger of Cooch Behar with Assam, "provided the people of Cooch Behar decided to do so", said the communication.

Sri Amanatulla Ahmed, president of Cooch Behar State Praja Congress (later known as Hitasadhani Sabha) and others in a letter to the Adviser of States Ministry, New Delhi, dated August 8, 1949, said, "The entire people of Cooch Behar (excluding the microscopic Bengali element) are against the merger of the State with West Bengal. Cooch Behar (both Hindus and Muslims) unlike the Bengalis, have got peculiar characteristic of their own. Their spoken language Rajbanshi dialect – having greater affinity with Assamese... manners and customs are similar to those of Assamese... there grew a natural dislike for Bengalies among the Cooch Beharis.

"The general election in June last clearly vindicated the verdict of the people — when 21 seats out of 25 had been captured by the Cooch Beharis. One set being captured by a Bengalee... To cast our lot with such a province (i.e. West Bengal) will be a sheer injus-

(See page 3)

How Cooch Behar...

(Contd from page 1)

tice to the people of Cooch Behar...", said the letter as quoted by Sri Bhattacharyya.

The above 24 members of the Cooch Behar Legislative Council also adopted a resolution, opposing merger of Cooch Behar with West Bengal, as stated by the then Chief Minister of Cooch Behar HS Maheswari.

But, in the meantime, the Intelligence Department of Cooch Behar was reorganised without the knowledge of the Adviser of Cooch Behar State – i.e. the Governor of Assam. This created a gap of understanding between Sri Maheswari and the Adviser.

The then Joint Secretary AB Chatterjee submitted a report to the Ministry of States on the affairs in Cooch Behar, which alleged manoeuvres by Maheswari to ensure sweeping electoral victory for Hitasadhini Sabha.

It also maintained, "Cooch Behar has had more entirely with Bengal than Assam in the past. ...The language of the Cooch Behar people is only a direct dialect of Bengali, and Assamese is practically unknown in Cooch Behar".

Meanwhile, the Intelligence Branch, New Delhi had in several reports described the popular opinion in Cooch Behar for a plebescite on the merger issue as a Pakistani conspiracy. And the Government of India by the end of 1949 (around November) came to the conclusion that "the best interests of the people of Cooch Behar and the country would be served by its integration into the province of West Bengal."

It was accordingly decided to merge Cooch Behar with West Bengal with effect from January 1, 1950.

"Thus at one stroke, that is, with the merger of Cooch Behar with West Bengal, Sardar Patel (the then Union Home Minister) not only put the anti-national forces of Cooch Behar to flight, but created a healthy atmosphere on political situation in West Bengal," said Sri Bhattacharyya.

11/6/03

Assam Tribune

THE GREATER COOCH BEHAR PEOPLE'S ASSOCIATION

H.O. COOCH BEHAR

REGD. NO.........................

President:

Secretary:

Date...2.5/12/2...

Ref. No.........................

To
The Home Minister
The Government of India
New Delhi.

Through The Chief Commissioner (District Magistrate)
Cooch Behar

Sub : Prayer for permission to form Caretaker Ministry for administration of the area of Greater
Cooch behar state which is recognised as a ' C' category state in the constitution of India
adopted on 26 Nov. 1949 by the Government of India as the Government of West Bengal
has no legal jurisdiction to run administration over Cooch behar State Consisted of
Darjeeling, Jalpaiguri South & North Dinaspur and Cooch Behar areas under Section 7(1)
of Indian Independence Act 1947).

Respected Sir,

With due respect we on behalf of the Greater Cooch Behar people's Associa-
tion beg to inform you that we informed the then Prime Minister of India vied my petition dated
4th July 1995 that the merger of the then Cooch behar state with West Bengal on 1st January
1950 by Dr. B.C. Roy the then Chief Minister of West Bengal is fully illegal, unconstitutional
and initially void. we informed this matter to him by said petitions in more categorical way.

The people of Cooch behar areas as well as the people of greater Cooch Behar
areas (which now consist of the all areas of district of Cooch behar, Jalpaiguri, Darjeeling, North
Dinajpur, South Dinaspur of NorthBengal) raised their voice against this illegal Merger, Pandit
Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India. Sardar Ballabh Bhai Patel. the then Home
Minister of India knew this fact very well. Even they informed Dr. B.C. Roy the then Chief
Minister of West Bengal that they fully unable to merge Greater Cooch Behar State with West
Bengal as per agreement dated 20.08.1948. dated 28.08.1949 & 30.08.1949 made between Sir
Jagadipendra Narayan. Maharaja of Cooch Behar State & the Government of India.

Here we like to quote in short the intention of the Government of India in said
letter D.O. No.F 15(19) P-40. dated 30.08.1949 stated " It is the intention of the Government of
India to administer for the present the territories of the Cooch Behar state as centrally adminis-
tered area under Chief Commissioner".

OKDISCD